তারিখ : 24 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৩

দৈনিক
ইনকিলাব

ক্যাম্পাস এখন পুলিশ একাডেমি!

□ আজিবুল হক পার্থ, রাবি থেকে

বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে বানানো হয়েছে পুলিশ একাডেমি। প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন করলেও ঘটছে উল্টো ঘটনা। পুলিশের একাডেমির মতো এখানে যেমন পুলিশের আবাসিকতা গড়ে উঠেছে অন্যদিকে শত শত পুলিশের সামনেই ঘটছে সংঘর্ষ। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়োজিত এসব পুলিশ সদস্য প্রহৃত হয়েছে সন্ত্রাসীদের দ্বারা। ফলে কার নিরাপত্তা কে দিবে তা নিয়ে এখন নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। জানাগেছে, বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার আগে ক্যাম্পাসে পুলিশ বলতে শুধুমাত্র কাজলা ও বিনোদপুর ক্যাম্প ছিলো। কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে পুলিশের গাড়ি সেখানে পৌঁছাতো, কিন্তু বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে মোতায়েন করা হয়েছে অন্তত ৫ শতাধিক পুলিশ। বর্তমানে ক্যাম্পাসের ১১টি আবাসিক হলের গেস্ট রুম, হল ডাইনিং ও ক্যান্টিন, টিভি রুম, গেম রুম, রিডিং রুম, পত্রিকা রুম, বাথ রুম, চলার পথ, প্রতিটি আড্ডাস্থল, মসজিদ প্রশাসনিক ভবন, পৃঃ ১৫ কঃ ২

রাবি বর্তমান প্রশাসনের ৪ বছর (৩)

ক্যাম্পাস এখন পুলিশ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

একাডেমিক ভবন, সিনেট ভবন, খেলার মাঠ, ছাত্র সংগঠনগুলোর দলীয় টেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি প্রবেশপথসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র পুলিশের অবাধ বিচরণ যেকোন বিবেকবান মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ১৫/২০টি স্পটে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পুলিশ মহড়া দিচ্ছে। তাছাড়া প্রতিদিন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের ৫/৭টি মাইক্রোবাস এসে পুরো ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়ে যাচ্ছে এবং পুলিশের ভ্যান গাড়ীতে করে খাবার দিয়ে যাচ্ছে। মতিহার থানার ওসির মাধ্যমে পুরো ক্যাম্পাসে পুলিশের সব কার্যক্রম কন্ট্রোল করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। পুলিশের এতো উপস্থিতি দেখে যে কেউ মনে করবে এটি যেনো সারদা পুলিশ একাডেমির একটি শাখা। যদিও ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলার দায়িত্ব নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর চৌধুরী মোঃ জাকারিয়া তার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম প্রহরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে খুব জোর গলায় বলেছিলেন, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে কখনো পুলিশের প্রয়োজন হবেনা। তিনি আরও বলেছিলেন, যদি পুলিশের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। অবশ্য এর কিছুদিন পর সাংবাদিকদের সাথে দ্বিতীয় দফায় মতবিনিময়কালে তাকে সেই বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

হলগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আবাসিক শিক্ষার্থী যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে পুলিশ সদস্যদেরকেও প্রায় একই রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। পুলিশ সদস্যদের রাত্রিযাপন ছাড়াও সার্বক্ষণিক বসবাসের জন্য প্রতিটি আবাসিক হলে তাদের জন্য আলাদা থাকার জায়গা, ছাত্রদের টাকায় কেনা পত্রিকা, টেলিভিশন, ডিশলাইন এমনকি রান্না করার হিটারসহ যাবতীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হল প্রভোস্টরাও এখন ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে পুলিশ সদস্যদের সাথে পরামর্শ এমনকি গোপন বৈঠকও করছে। দেশের সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের কড়া নজরদারিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্যাম্পাসের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী। সব জায়গায় পুলিশের অবাধ বিচরণের ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে।

অন্যদিকে ক্যাম্পাসে এতো পুলিশের উপস্থিতিতেও ঘটেই চলেছে সংঘর্ষ। ৫ শতাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে পৃথক ৫টি বড় সংঘর্ষে খুন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ মেধাবী ছাত্র। এছাড়াও শতাধিক সংঘর্ষে আহত হয়েছে আরও সহস্রাধিক। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের ভূমিকা থাকে নীরব। শত শত পুলিশের উপস্থিতিতে একজন নিরীহ ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করা হলেও প্রহারকারীদের গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই পুলিশের উপরন্তু প্রহৃতকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। সন্ত্রাসীরা যখন মারপিট করে পুলিশ তখন বাধা পর্যন্ত দিতে পারে না। ফলে পুলিশ কার নিরাপত্তা দিচ্ছে সেটি নিয়ে শিক্ষার্থীরা চিন্তিত। পুলিশ আদৌ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতা রাখে কিনা সে প্রশ্ন আরও বেশি সামনে আসে ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী। এদিন নিয়মিত মোতায়েনকৃত পুলিশ ছাড়াও আরও অন্তত ৫ শত অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ক্যাম্পাসে। পরে রাত্রি দুইটার দিকে প্রায় ৫ শতাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে এসএম হলে হামলা চালায় শিবির। সেসময় কোথায় ছিল অতিরিক্ত পুলিশ সেটি আজও জানেনা শিক্ষার্থীরা। এদিন গভীর রাতে বিভিন্ন আবাসিক হলে সংঘর্ষ ঘটে এ সময় ঐ সমস্ত আবাসিক হলের পুলিশ কোথায় ছিল তাও অজানাতে থেকে গেছে। তাছাড়া গত বছরের ২ অক্টোবরে ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে অস্ত্র উঁচিয়ে মিছিল করেছে গুলি ছুড়েছে, পুলিশের সামনেই গুলি লোড করলেও কাউকেই গ্রেফতার করেনি পুলিশ। অন্যদিকে এসমস্ত চিহ্নিত আসামীদের সাথে বসেই খাবার মিটিং করতে দেখা গেছে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের।

তাছাড়া ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন থাকাবস্থায় ছাত্রলীগের স্থাপিত শিবিরের কুশপুত্তলিকা ভাঙ্গুর, ক্যাম্পাসের ভেতরে ককটেল মিছিল করে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছে শিবিরকর্মীরা। আর এত সব আয়োজনের পরেও ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি, চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা নিত্যদিনের। এসবের বিরুদ্ধে পুলিশ নিতে পারছে না কোন ব্যবস্থা।

অন্যদিকে প্রশাসনের আমলে, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এসব পুলিশের নিরাপত্তা নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০১১ সালের শেষ দিকে এসএম হলে দুই পুলিশ সদস্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে আহত করে ছাত্রলীগ নেতা আব্দুস সালাম ওরফে বাইট্টা সালাম। এ ঘটনা জানাজানি হলেও আজও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। জিয়া হলে বন্দুক ব্যবহারের চেষ্টায় বাধা দিলেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান রতন। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দিলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনকালে এক পুলিশ ঘুমিয়ে তার মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনতাই করে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরের আসামী আটক করতে গেলে এক বাড়ীর মহিলাদের সাথে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগে পিটিয়ে আহত পুলিশের সহকারী কমিশনার আব্দুল হাসনাতকে। ২ অক্টোবর পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়ে শিবির কর্মীদের উপর গুলি চালানো চেষ্টা করে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা।

এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কারও নিরাপত্তার জন্য নয় বরং প্রশাসন ক্যাম্পাসকে একটি আতঙ্কের পরিবেশে রাখার জন্যই নিয়োগ দিয়ে রেখেছে এসব পুলিশ। এজন্য বারবার পুলিশ প্রত্যাহার করার জন্য শিক্ষার্থীরা দাবি করলেও তা